English

Unit-19 & 21: Occupations (Pg.38-43)

I. Know the Word meaning: (Unit-19 - 29)

Farmer - কৃষক	Blacksmith - কামার
Pilot - বিমান চালক	Tailor - দর্জি
Cobbler - মুচি	Driver - চালক
Teacher - শিক্ষক/শিক্ষিকা	Doctor - চিকিৎসক
Grow -জন্মানো/হওয়া	Mend - মেরামত করা
Stitch - সেলাই করা	Active - সক্রিয়/চালু
Stream - প্রবাহ/নদী/ধারা	Watch - দেখা
Strange - অদ্ভুত	Think - চিন্তা করা
Fly - উড়া	Happen - ঘটা/হওয়া
In - ভিতরে	Under - নিচে
On - উপরে	In front of - সামনে
Behind - পিছনে	Between - মাঝখানে
Above - উচ্চে/উর্ধ্বে	Near - কাছে/নিকটে
Next to - পরে	Far from - দূরে

II. Look at the picture and their occupations: (Practice pg. 38-39)

Unit-23: What do they do: (46-47)

III. Model Q. 6 (Q No: 1, 2, 3, 9, 12) Grammar Book: Pg. 216-217)

IV. Opposite Words:

Quick-Slow	Early- Late
Clean- Dirty	Active – Lazy
Morning – Evening	Day-Night
Black-White	Good- Bad

Unit-25: What sounds do they make: (P. 50-51)

V. Write the sounds they make:

Cat – Mews	Frog – Croaks
Crow – Caws	Duck – Quacks
Dog – Barks	Goat – Bleats
Hen – Clucks	Horse – Neighs
Lion – Roars	Tiger – Growls
Cow – Moos	Pigeon – Coos

Unit-26-27: What are they doing? (P.53-54)

VI. Look at picture and write their actions. (Practice)

Unit-28: The cow and the frog. (P.56-57)

VII. Model Q. 8 (Q No: 1, 2, 3, 9, 12) Grammar Book: Pg. 223-226)

VIII. Answers the Questions:

1. Which animal is big?
Ans: The cow is big.

2. Which animal wants to be big?
Ans: The frog wants to be big.

3. Why does the cow say strange?
Ans: The cow says strange because frog is eating grass.

4. Why does the frog grow bigger?
Ans: The frog grows bigger by eating more grass.

5. What does the cow think?
Ans: The cow thinks it's strange.

6. What happens to the frog at the end of the story?
Ans: At the end of the story the frog flew away.

Unit-29: Where is it? (P.58-59)

IX. Complete the following sentence with preposition by looking at picture.

1. The rat is **between** the cats
2. The bag is **in front of** the door.
3. The fish is **in** the net.
4. The girl is **behind** the tree.
5. The ant is **on** the igloo.
6. The elephant is **under** the quilt.
7. The jeep is **next to** the hut.
8. The tiger is **far from** the farm.
9. The crow is **above** my head
10. The farmer is **near** the tube well.

Grammar:

X. Number: (Pg.53-56)

Q. 1. Change the singular number into plural number.

1. Cat - Cats	13. Key - Keys
2. Frog - Frogs	14. Day - Days
3. Son - Sons	15. Life - Lives
4. Pen - Pens	16. Knife - Knives
5. Box - Boxes	17. Leaf - Leaves
6. Ass - Asses	18. Hoof - Hoofs
7. Glass - Glasses	19. Chief - Chiefs
8. Stomach - Stomachs	20. Goose - Geese
9. Mango - Mangoes	21. Foot - Feet
10. Duty - Duties	22. Woman - Women
11. Story - Stories	23. Ox - Oxen
12. Body - Bodies	24. Child - Children

XI. Gender: (Pg. 57-59)

Q. 1. How many kinds of Gender are there? Write their name with 3 examples.

Ans: There are four kinds of Gender.

They are: (You can give expels your own)

1. **Masculine Gender**- Man, Father, Bull.
2. **Feminine Gender**- Mother, Aunt, Girl.
3. **Common Gender**- Parent, Child, Student.
4. **Neuter Gender**-Book, Table, Computer.

Q. 2. Change following Masculine to Feminine:
Ans:

1. Sir - Madam	11. Actor - Actress
2. Uncle - Aunt	12. Hero - Heroine
3. Nephew - Niece	13. Widower - Widow
4.Son - Daughter	14. Lion - Lioness
5. Boy - Girl	15. Prince - Princess
6. Dog - Bitch	16. Tiger- Tigress
7. Cock - Hen	17. Peacock - Peahen
8. Man - Woman	18. Drake-Duck
9. Horse - Mare	19. He - She
10. King - Queen	20. Him - Her

XII. Articles: (Pg. 60-64)

Q. 1. How many kinds of articles are there? What are they?

Ans: There are two kinds of articles.

They are: 1. Indefinite Article- A, An,
2. Definite Article- The

Q. 2. Fill in the blanks with appropriate articles.

Ans:

1. Draw **a** picture of **the** man.
2. He is **an** English teacher.
3. Go to **the** bed.
4. Stand in **a** line.
5. Write **the** missing letters.
6. Give me **a** one taka note.
7. He is studying for **an** hour.
8. I have **a** pen and **a** pencil.
9. Dhaka is **the** capital of Bangladesh.
10. **The** Buriganga is **a** big river.
11. I have **an** idea.
12. I need **a** one taka note.
13. Shakir is **a** university student.
14. Dhaka is **an** old city.
15. **The** earth is round.
16. He is **an** ugly man.
17. This is **an** ant.
18. My mother is **an** M.A.
19. He is **a** B.A.
20. Don't tell **a** lie.
21. Always speak **the** truth.
22. He will come on **the** 3rd July 2020.

XIII. Paragraph: My Classroom

A classroom is the place where teacher teaches the students. We have a beautiful classroom. It is on the 3rd floor of our school building. It is spacious and well ventilated. It has one/two doors and four windows. It can accommodate forty students. Each student provided with a handle chair. There is a special chair and a big table for teachers. There are enough fans and tube lights and one AC in the room. There is a whiteboard, a calendar, a bulletin board and a shelf. We always keep our classroom neat and clean. I like my classroom very much.

IVX. Application: Grammar Book Pg. 173

Wish You All The Best!

Subject: Math

বি:দ্রঃ গণিতের জন্য সিলেবাস ও ক্লাস অনুসরণ করতে হবে এবং অংকগুলো চর্চা করতে হবে।

শ্রেণি- তৃতীয়, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা,

অধ্যায়-৪র্থ

প্রশ্ন -উত্তর:

১. 'সহমর্মিতা' কী? বুঝিয়ে লেখ?

উত্তর: সহমর্মিতা বলতে বোঝায় অপরের সুখ, দু:খ বা আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে মনে করা। একে অপরের কাজে সহয়তা করা । সহমর্মিতা হচ্ছে ছোট-বড়, সহপাঠী, সকল ধর্মের লোকের সুখ-দু:খ একে অন্যের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া।

২. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব কেন?

উত্তর: সকল জাতি ও সকল ধর্মের মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। কেউ বড় কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, সকল জীবের অন্তরে ঈশ্বর বিদ্যমান। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে ভালোবাসা হয়। সহমর্মিতা ধর্মের অঙ্গ। সহমর্মিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো জাতি বা ধর্ম নেই ।তাই সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি আমরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করব।

৩. অর্জুন ময়দানবের প্রতি কীভাবে সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন?

উত্তর: একবার খান্ডব বনে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে গেল। তখন খান্ডব বনের তক্ষক নাগের আবাস থেকে ময়দানব দাবানলে আক্রান্ত হয়ে বের হচ্ছিলেন। ময়দানবের আচরণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারন ময়দানব অনেক লোককে কষ্ট দিয়েছে। তবুও অর্জুন তাকে সেই দাবানল থেকে রক্ষা করে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন।

৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে কাদের বোঝায়?

উত্তর: আমাদের সমাজে অনেক শিশু আছে, যাদের মধ্যে কেউ চোখে দেখে না, কেউ কানে শোনে না, কেউ কথা বলতে পারে না , কেউ আবার হাঁটা-চলা করতে পারে না। এদের বিশেষ চাহিদা আছে। এ ধরনের শিশুদের বলা হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন শিশু।

৫. 'সহমর্মিতা ধর্মের অঙ্গ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ?

উত্তর: ধর্ম গ্রন্থে আছে যে, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে ভালোবাসা যায়। সুখ-দু:খ একে অন্যের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। এজন্য সহমর্মিতা ধর্মের অঙ্গ।

৬. হিন্দু ধর্মে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সম্পর্কে কীরূপ আচরণ করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: হিন্দুধর্মে সকল মানুষকে সমান মনে করে সহমর্মিতা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তাদের প্রতি সবসময় সহমর্মিতা প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। কখনো যেন অবজ্ঞা বা অবহেলা করা না হয় সে সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫ম

প্রশ্ন - উত্তর:

১. নম্র-ভদ্র আচরনের উপকারিতা কী?

উত্তর: নম্র-ভদ্র আচরণের উপকারিতা অনেক। নম্র ও ভদ্র আচরণ আমাদের বিনয়ী ও সহনশীল করে। নম্র ও ভদ্র আচরনকারীকে সমাজের সকলে ভালোবাসে। নম্র ও ভদ্র আচরণ সম্মান বাড়ায়। এর দ্বারা জীবন সুন্দর হয়। তাছাড়া এরূপ আচরণে সমাজের মঙ্গল হয়।

২. যুধিষ্ঠির কীভাবে ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর: যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যান তখন দেখেন সকলেই তার আত্মীয়। সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি। তিনি তখন এক অবাক কান্ড করলেন। তিনি নিরস্ত্র হয়ে শত্রুর শিবিরে দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই তাকে বারণ করলেন। কিন্তু তিনি গিয়ে প্রথমে প্রণাম করলেন পিতামহ ভীষ্মকে। তারপর অস্ত্রগুরু দ্রোণকে। তাঁরা যুধিষ্ঠির কে আর্শিবাদ করলেন। তিনি এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেও গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন।

৩. 'নম্রতা ধর্মের অঙ্গ'- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগ্‌বদ্‌গীতায় বলা হয়েছে গুরুজনকে ও শিক্ষককে প্রণাম করবে বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করবে। শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন- 'তৃণের মতো নিচু হও'। গাছের মতো সহনশীল হও। সুতরাং নম্রতা ও ভদ্রতা ধর্মের অঙ্গ।

৪. আমরা অন্যকে অগ্রাধিকার দেব কেন?

উত্তর: অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগ ও উদারতা প্রকাশ পায়। ধৈর্য বাড়ে। সহনশীলতার অনুশীলন হয়। এর মধ্য দিয়ে নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। তাই আমরা আমাদের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য অন্যকে অগ্রাধিকার দব।

৫. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি উদাহরণ হলো- ধরা যাক আমাকে কোনো কাজ সারিবদ্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে করতে হবে। সেখানে কোনো বৃদ্ধ বা বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিশুকে আগে দাঁড়াতে দিয়ে তার কাজটি আগে করার সুযোগ করে দিলাম। এতে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নৈতিকতা প্রকাশ পেল।

অধ্যায়-৬ (প্রথম পরিচ্ছেদ)

প্রশ্ন - উত্তর:

১. সততার প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: সততা একটি মহৎ গুণ। সৎ ব্যক্তিদের সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। ঈশ্বরও ভালোবাসেন। তাঁদের কোনো লোভ থাকে না। সৎ পথে চললে, সত্য কথা বললে মানুষ এবং দেবতারা খুশি হন। তাই সততার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনে অপরিসীম।

২. কাঠুরে কীভাবে তার নিজের কুঠারটি হারিয়েছিলেন?
উত্তর: গ্রামের পাশে একটি নদী ছিল। তার পাশে ছিল একটা বন। একদিন কাঠুরে সেই বনে গেল কাঠ কাটতে। কাঠ কাটতে কাটতে হটাৎ তার কুঠারখানা নদীতে পড়ে গেল । আর এভাবেই সে তার কুঠারখানা হারিয়েছিল।

৩. কাঠুরের কুঠারখানা হারানোর পর জলদেবতা কী করেছিলেন?
উত্তর: কাঠুরে তার কুঠারখানা নদীতে হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে এমন সময় নদী থেকে জলদেবতা উঠে এসে তাকে একটা রুপার কুঠার দিল। সে বলল এটা আমার না। তারপর আবার একটি সোনার কুঠার দিল। সে বলল এটাও আমার না। তখন জলদেবতা তার লোহার কুঠার এনে দিল। সে বলল এটা আমার। কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা তিনটি কুঠারই দিয়ে দিলেন।

৪. 'সততা ধর্মের অঙ্গ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর: সততা হচ্ছে সৎ কাজ করা , সৎ চিন্তা করা, কারো জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করা । ঈশ্বর আমাদের সৎ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বরের আদেশ- নির্দেশগুলো হচ্ছে ধর্ম। তাই সততা ধর্মের অঙ্গ।

৫. পাঠ্য পুস্তকের বাইরে থেকে সততা সম্পর্কে একটি ঘটনার বর্ণনা দাও।

অধ্যায় - ৬ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) সত্যবাদিতা

প্রশ্ন - উত্তর:

১. সত্যবাদীতা বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর: সবসময় সত্য কথা বলার নাম সত্যবাদিতা। যে-কোনো অবস্থায় যে-কারো সামনে সত্যকথা বলতে পারাকেও সত্যবাদিতা বলে।সত্যবাদীরা লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যুর কথা ভাবে না। সত্য এদের একমাত্র অবলম্বন। জীবন চলে গেলেও তারা মিথ্যা কথা বলে না।

২. সত্যবাদিতার উপকারিতা কী?
উত্তর: সত্যবাদিতার প্রয়োজন অনেক। কারণ সৎ ও সত্যবাদীকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে ও ভালোবাসে। দেবতারাও এদের সততায় খুশি হন এবং তাদের মঙ্গল করেন।

৩. আমরা সত্যবাদী হব কেন?
উত্তর: আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে সত্যবাদী হব। সত্যবাদী হলে আমরা অন্যের প্রিয়পাত্র হতে পারব। সত্যবাদী হলে সবাই আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে। তাছাড়া সত্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়।এসব কারণে আমরা সত্যবাদী হব।

৪. প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু কীভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন?
উত্তর: প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু প্রথমে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে কিন্তু সে আঘাতে তার কিছুই হয় নি। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল তাতে সে পুড়ল না। গায়ে পাথর বেঁধে নদীতে ফেলা হলো । পাথর ভেসে গেল। হাতির পায়ের নিচে ফেলা হলো। হাতি শুঁর দিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিল। তাকে সাপের ঘরে দেওয়া হলো । সাপ ফণা তুলে তার চারিদিকে নাচতে লাগল। বিষ মাখানো খাবার খায়ানো হলো। এভাবে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু শাস্তি দিয়েছিলেন । তাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হলো না।

৫. প্রহ্লাদের সত্যবাদিতার গল্পটি থেকে কী নৈতিক শিক্ষা পেলে?
উত্তর: প্রহ্লাদের সত্যবাদিতা গল্পের নৈতিক শিক্ষা হলো- যে কোনো অবস্থায় সত্যকথা বলতে হবে। সত্য বলতে ভয় পাওয়া চলবে না। সত্যবাদী মৃত্যুকে ভয় পায় না। শত প্রতিকূলতার মাঝেও সে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। সবকিছুর পর তারই জয় হয়

*সঠিক উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য/মিথ্যা নির্ণয়, মিলকরণ এর সাজেশন

১ 'নৃ' শব্দের অর্থ কী?	**উত্তরঃ মানুষ।**
২. সত্যবাদী কী ভয় পায় না।	**উত্তরঃ মৃত্যুকে।**
৩. প্রহ্লাদ কার নাম যব করতেন।	**উত্তরঃ বিষ্ণুর।**
৪. ঈশ্বর কারো কী হন না।	**উত্তরঃ শত্রু।**
৫. গ্রামের পাশে কী ছিল ।	**উত্তরঃ একটি বন।**
৬. কাঠুরের নিজের কুঠারটি কিসের তৈরি।	**উত্তরঃ লোহার।**
৭. সততা কেমন গুণ ।	**উত্তরঃ নৈতিক গুণ।**
৮. ভদ্রতা কার গুণ।	**উত্তরঃ ধার্মিকের।**
৯. অন্যকে আগে সুযোগ দেওয়াকে কী বলা হয়?	**উত্তরঃ অগ্রাধিকার।**
১০. দ্রোণাচার্য কে ছিলেন।	**উত্তরঃ অস্ত্রগুরু।**
১১. নম্রতা একটি কী বিষয়?	**উত্তরঃ আচরণের বিষয় ।**
১২. যারা সহজেই রেগে যায় তাদের কী বলে?	**উত্তরঃ উদ্ধত।**
১৩. চলনে -বলনে,সাজে-পোশাকে কী প্রকাশ পায়?	**উত্তরঃ ভদ্রতা।**
১৪. কোন ব্যক্তি মহাভারতে ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন?	**উত্তরঃ যুধিষ্ঠির।**
১৫. যুধিষ্ঠীর কার প্রতি ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন?	**উত্তরঃ ভীষ্ম।**
১৬. অস্ত্র গুরু কে ?	**উত্তরঃ দ্রোণাচার্য ।**
১৭ . ভদ্র কথাটির অর্থ কী?	**উত্তরঃ মঙ্গল।**
১৮. সৎ লোকদের কী থাকে না?	**উত্তরঃ লোভ।**
১৯. দ্বিতীয়বার কাঠুরেকে জলদেবতা কিসের তৈরি কুঠার দিয়েছিল	**উত্তরঃ সোনার।**
২০. কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা কয়টি কুঠার দিল?	**উত্তরঃ তিনটি।**
২১. 'হ্যা' এটাই আমার কুঠার।'-কথাটি কে বলেছিলেন?	**উত্তরঃ কাঠুরে ।**
২২. জলদেবতা কোথা থেকে উঠে এলেন?	**উত্তরঃ নদী থেকে ।**
২৩. প্রহ্লাদের পিতার নাম কী?	উত্তরঃ **হিরণ্যকশিপু।**
২৪. প্রহ্লাদকে কিসের ঘরে প্রবেশ করিয়েছিল ?	**উত্তরঃ সাপের ।**
২৫. অনেক কষ্ট পেয়েও প্রহ্লাদ কী ত্যাগ করেননি?	**উত্তরঃ বিষ্ণু ভক্তি ।**
২৬. প্রহ্লাদকে অনুসরণ করে আমরা কী হব?	**উত্তরঃ সত্যবাদী।**
২৭. প্রহ্লাদ কোনকুলে জন্মেছিলেন?	**উত্তরঃ দৈত্যকুলে।**
২৮. ছোটদের সঙ্গেও আমাদের আচরণ কেমন হবে?	**উত্তরঃ নম্র।**
২৯. প্রশ্নের সঙ্গে কী থাকবে?	**উত্তরঃ বিনয়।**
৩০. কোন স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল।	**উত্তরঃ কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে।**
৩১. বড় যদি হতে চাও কী হও তবে ।	**উত্তরঃ ছোট।**
৩২. যুধিষ্টির যুদ্ধক্ষেত্রেও কী দেখাতে ভোলেন নি?	**উত্তরঃ ভদ্রতা।**
৩৩. কে বলেছেন, তৃনের মতো নিচু হও।	**উত্তরঃ শ্রীচৈতন্যদেব।**
৩৪. কাকে সকলেই সম্মান ও পছন্দ করে?	**উত্তরঃ সৎ ব্যক্তিকে।**
৩৫. নম্র কথাটির কী?	**উত্তরঃ যা নোয়ানো যায়।**

"সমাপ্ত"

৩য় শ্রেণি, ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৩য় অধ্যায় (আখলাক)

বিদ্রঃ এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের কি?	উত্তরঃ জান্নাত
২. সহপাঠি অর্থ কি?	উত্তরঃ পড়ার সাথী
৩. সহপাঠী বিপদে পড়লে কি করব?	উত্তরঃ সাহায্য করব
৪. কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমে কি করব?	উত্তরঃ সালাম দেব
৫. যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা কে?	উত্তরঃ মেহমান
৬. আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা কে?	উত্তরঃ মানুষ
৭. এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)-এর চলার পথে কি দিত?	উত্তরঃ কাঁটা
৮. সকল জীবের প্রতি কে দয়া দেখান?	উত্তরঃ আল্লাহ
৯. সালাম দেওয়া কি?	উত্তরঃ সুন্নত
১০. আল-আমিন অর্থ কি?	উত্তরঃ বিশ্বাসী
১১. কাকে সকলে আল-আমিন বলে ডাকত?	উত্তরঃ মহানবি (স) কে
১২. পশুপাখি কাউকে কি দিতে নেই?	উত্তরঃ কষ্ট দিতে নেই
১৩. পিতার সন্তুষ্টিতে কার সন্তুষ্টি?	উত্তরঃ আল্লাহর
১৪. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কে খুশি হন?	উত্তরঃ আল্লাহ
১৫. যে সত্য কথা বলে তাকে কি বলে?	উত্তরঃ সত্যবাদী
১৬. সত্য মানুষকে কি দেয়?	উত্তরঃ মুক্তি দেয়
১৭. সালাম দিলে কে খুশি হন?	উত্তরঃ আল্লাহ
১৮. সহপাঠি অসুস্থ হলে তাকে কি করব?	উত্তরঃ দেখতে যাব, সেবা করব
১৯. মিথ্যা বলা কি?	উত্তরঃ মহা পাপ
২০. কে সকল জীব সৃষ্টি করেছেন?	উত্তরঃ আল্লাহ তায়াল
২১. আমরা বাবা-মার সাথে কি করব না?	উত্তরঃ ঝগড়া করব না
২২. কাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আমরা জান্নাত পাব?	উত্তরঃ পিতামাতার
২৩. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কার সুনাম বাড়ে?	উত্তরঃ মেজবানের
২৪. সত্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়?	উত্তরঃ পুণ্যের পথে
২৫. মিথ্যাবাদীকে সবাই কি করে?	উত্তরঃ ঘৃনা করে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ

ক। আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?

উত্তরঃ আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে আমরা জান্নাত পাব। জান্নাত সুখের জায়গা। সেখানে আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তি পাওয়া যায়। মহানবি (স) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।"

খ। সহপাঠির অসুখ হলে কী করব?

উত্তরঃ সহপাঠির অসুখ হলে খোঁজখবর নিব, দেখতে যাব, সেবা করব। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে ডাক্তার ডাকব এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করব।

গ। সালাম বিনিময়ের বাক্যটি আরবিতে লিখ।

উত্তরঃ সালামঃ (আসসালামু আলাইকুম)

অর্থঃ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ঘ। সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

উত্তরঃ **সালামের জবাবঃ** (ওয়া আলাইকুমুস সালাম)

অর্থঃ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

ঙ। মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী উপকার হয়?

উত্তরঃ মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মেহমান খুশি হয়। মেজবানের সুনাম বাড়ে। মেজবান ও মেহমানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। এতে আল্লাহ খুশি হন।

চ। জীবে দয়া করলে আল্লাহ কী হন?

উত্তর: "জীবে দয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়। মহানবি (স) বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবের প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন।"

ছ। মিথ্যা বলার ক্ষতি কি?

উত্তর: মিথ্যা বলা মহা পাপ। মিথ্যা বললে কেউ বিশ্বাস করেনা, আদর করে না, ভালোবাসে না। আল্লাহ তাকে ভালোবাসে না। সে জাহান্নামে যাবে।

বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর:

ক। আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

উত্তর: আব্বা-আম্মা আমাদের অতি আপনজন। তাদের চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তারা অতি আদর যত্নে আমাদের লালন-পালন করেন। কাজেই আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাদের সম্মান করব, সালাম দেব, সেবা-যত্ন করব। তাদের আদেশ -নিষেধ মেনে চলব। বিনয়ের সাথে কথা বলব। তাহলে আল্লাহ আমাদের ভালো বাসবেন।

খ। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারিতা কী কী?

উত্তর: আমরা সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব। আমরা একে অপরের সুখে সুখী হব, দুঃখে দুঃখী হব। তাহলে আব্বা-আম্মা খুশি থাকবেন। শিক্ষকগণ খুশি হবেন। পরিবেশ সুন্দর হবে। আল্লাহ খুশি হবেন। সবাই ভালোবাসবে।

গ। সালাম দেওয়া নেওয়ার নিয়ম লিখ।

উত্তর: বাড়িতে আব্বা-আম্মা থেকে শুরু করে সবাইকে সালাম দেব। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের সালাম দেব। ছোট বড় যার সাথে দেখা হবে তাকেই সালাম দেব। সালাম দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে-

আসসালামু আলাইকুম। অর্থ: আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জওয়াবের নিয়ম হচ্ছে-

ওয়া আলাইকুমুস সালাম। অর্থ: আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

ঘ। মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তর: মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব। তারপর বসতে দিয়ে সেবাযত্ন করব। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করব। হাসি মুখে কথা বলব। এ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।'

ঙ। আমরা জীবের প্রতি কীভাবে দয়া দেখাব?

উত্তর: আল্লাহ মানুষকে সকল জীবের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন। আমরা জীবদের কষ্ট দেব না। তাদের দিকে ঢিলু পাথর, ইট ছুঁড়ব না। গরু বা মহিষের গাড়িতে বেশি বোঝা দেব না। এতে তাদের কষ্ট হয়। এদের কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন,"পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবের প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন।"

চ। সত্য কথা বলার একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

উত্তর: একদিন একজন লোক আমাদের মহানবি (স) এর কাছে এসে বলল-হে আল্লাহর নবি! আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরো অনেক অন্যায় কাজ করি। এখন আমি এ অন্যায় কাজগুলো কীভাবে ছেড়ে দেব?

মহানবি (স) বললেন, "প্রথমে মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। সবসময় সত্য কথা বলতে থাকল।এরপর আস্তে আস্তে সব অন্যায় কাজ ছেড়ে দিল। অন্যায় থেকে বাঁচল। তখন সব ধরনের পাপ থেকে সে মুক্ত হলো।

৪র্থ অধ্যায় (কুরআন মজিদ শিক্ষা)

বিদ্র: এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১. আরবি পড়তে হয় কোন দিক থেকে? উত্তর: ডান দিক থেকে
২. আরবি হরফ কয়টি? উত্তর: ২৯টি
৩. বাংলা ভাষায় কতটি অক্ষর আছে? উত্তর: ৫০টি
৪. কুরআন মজিদের ভাষা কি? উত্তর: আরবি
৫. আরবিতে নুকতাযুক্ত হরফ কয়টি? উত্তর: ১৫টি
৬. কতটি হরফের নুকতা ওপরে? উত্তর: ৮টি
৭. হরকত কয়টি? উত্তর: ৩টি

৮. মাদ্দের হরফ কয়টি? উত্তর: ৩টি
৯. আরবিতে কতটি হরফে কোন নুকতা নেই? উত্তর: ১৪টি
১০. স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় কি বলে? উত্তর: হরকত বলে
১১. তাশদীদযুক্ত হরফ কয় বার উচ্চারিত হয়? উত্তর: দুইবার
১২. কুরআন মজিদ কার বাণী/কালাম? উত্তর: আল্লাহর
১৩. আরবি শব্দের কোন হরফকে দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে কি বলে? উত্তর: মাদ্দ
১৪. জযমযুক্ত হরফকে কি বলে? উত্তর: সাকিন
১৫. তাশদীদ দেখতে কেমন? উত্তর: শিন হরফের মাথার মতো
১৬. কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি কি হয়? উত্তর: শব্দ হয়
১৭. সূরা আল ফাতিহা কোথায় অবতীর্ণ হয়? উত্তর: মক্কায়
১৮. জযমের অপর নাম কি? উত্তর: সাকিন
১৯. তাশদীদদের চিহ্ন কোনটি? উত্তর:
২০. জযমের চিহ্ন কোনটি? উত্তর:

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

ক. আরবি বর্ণমালা কয়টি?
উত্তর: আরবি কুরআন মজিদের ভাষা। আরবিতে মোট ২৯টি বর্ণমালা আছে।

খ. হরকত কাকে বলে?
উত্তর: বাংলা লিখতে বর্ণের সাথে া, ে, ি, ু ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করি। আরবি ভাষায়ও এরুপ স্বরচিহ্ন আছে। এসব স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় হরকত বলে। হরকত তিনটি। যথা:
যবর — , যের — , পেশ — ,

গ. নুকতা কাকে বলে?
উত্তর: আরবি হরফে উপরে বা নিচে এক বা একাধিক ফোঁটা দেখা যায়। এই ফোঁটাকে নুকতা বলে। যেমন:
ب , ت , ث , ج , خ ইত্যাদি।

ঘ. তানবীন কাকে বলে?
উত্তর: আরবিতে দুই যবর — , দুই যের — , দুই পেশকে — তানবীন বলে।

ঙ. কুরআন মজিদের ভাষা কি?
উত্তর: কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। কুরআন মজিদের ভাষা আরবি।

বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর:

ক. আরবি হরফ কয়টি ও কি কি?
উত্তর: আরবি হরফ ২৯ টি। যথাঃ

ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ,
ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ء, ي.

খ. নুকতা কাকে বলে? নুকতাযুক্ত ৫টি হরফ লিখ।
উত্তর: আরবি হরফের উপরে বা নিচে এক বা একাধিক ফোঁটা থাকে। এই ফোঁটাকে আরবিতে নুকতা বলে। নুকতাযুক্ত হরফ ১৫টি। তার মধ্যে নিচে পাঁচটি হরফ দেওয়া হলো:

ب, ت, ث, ج خ

গ. হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাংলা ভাষায় যেমন আ-কার (া), ই-কার (ি), উ-কার(ু) ইত্যাদি স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তেমনি আরবি ভাষায়ও এমন কিছু স্বরচিহ্ন ব্যবহার কর হয়। যেমন: যবর , যের , পেশ এ তিনটিকে আরবিতে হরকত বলে । উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো-

= আলিফ যবর আ

= আলিফ যের ই

= আলিফ পেশ উ

ঘ. কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তর: কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। আরবিতে ২৯টি হরফ আছে। এই হরফগুলো ভালোভাবে জানলেই আমরা কুরআন মজিদ পড়তে পারবো। কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন মজিদ শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়'।

ঙ. জযম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: আরবিতে এমন অনেক হরফ আছে যাতে যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফে যবর, যের, পেশ আছে। এই যবর, যের, পেশবিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নটিকে জযম বলে। জযমের আরেকটি চিহ্ন হলো । জযমের অপর নাম সাকিন। যেমন,

মিম নূন যবর = মান
মিম নূন যের = মিন
মিম নূন পেশ = মুন

চ। তানবীন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: দুই যবর , দুই যের , দুই পেশকে তানবীন বলে। যেমন:

মিম দুই যবর মান =
মিম দুই যের মিন =
মিম দুই পেশ মুন =

ছ। তাশদীদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর: আরবি ভাষায় কোনো হরফকে পাশাপাশি একসাথে দুইবার উচ্চারণ করতে হলে ঐ হরফের ওপর হরকতসহ বসে এক বিশেষ চিহ্ন। চিহ্নটি হলো এরূপ (--)। এই চিহ্নের নাম তাশদীদ। তাশদীদ দেখতে শিন হরফের মাথার মতো। তাশদীদযুক্ত হরফ দুইবার উচ্চারিত হয়। যেমন:

আলিফ মিম যবর আম, মিম যবর মা = আম্মা = = +
আলিফ বা যবর আব, বা যবর বা = আব্বা = = +

জ। শব্দ কাকে বলে ? কীভাবে শব্দ গঠন করা হয় উদাহরণ দাও।

উত্তর: কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি শব্দ হয়। কোনো শব্দে অক্ষর পৃথক পৃথক থাকে। যেমন: কালাম। আবার কোনো শব্দে অক্ষর যুক্ত থাকে। যেমন: মক্কা। আরবিতে এরূপভাবে কয়েকটি হরফ মিলে একটি শব্দ হয়। যেমন:

এখানে + + তিনটি হরফ আছে।
এখানে + + + চারটি হরফ আছে।

ঝ। সূরা আল ফাতিহা মুখস্থ বল।

উত্তর: পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ কর।

ঞ। সূরা আন নাস মুখস্থ বল।

উত্তর: পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ কর।

ট। মাদ্দ কাকে বলে ? মাদ্দের অক্ষর কয়টি লিখ।

উত্তর: আরবি শব্দের কোনো হরফ অল্প টেনে পড়তে হয়। আবার কোনো হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়তে হয়। এই দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। মাদ্দের হরফ তিনটি।

যথা: - - -

ঠ। সূরা আল ফালাক মুখস্থ বল।

উত্তর: পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ কর।

"সমাপ্ত"

বিষয়: অংকন ও রং করা

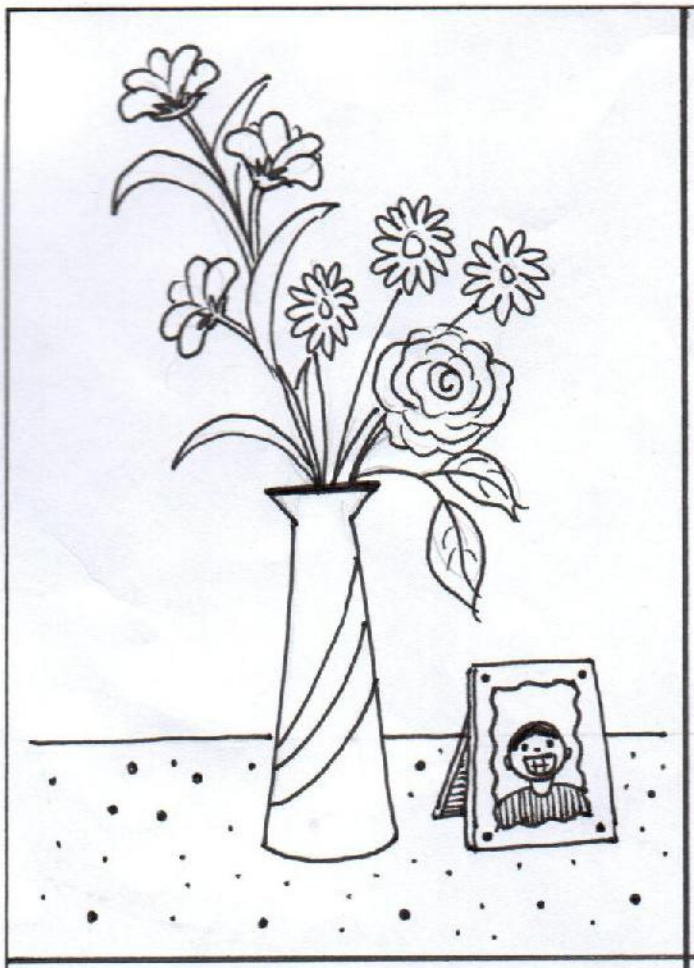

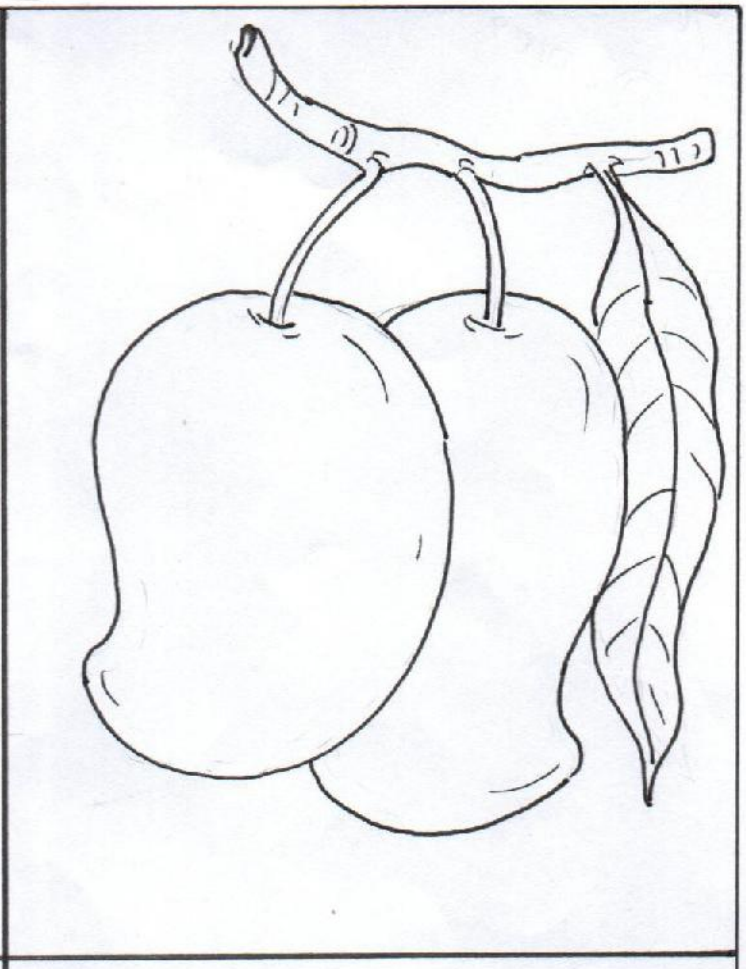

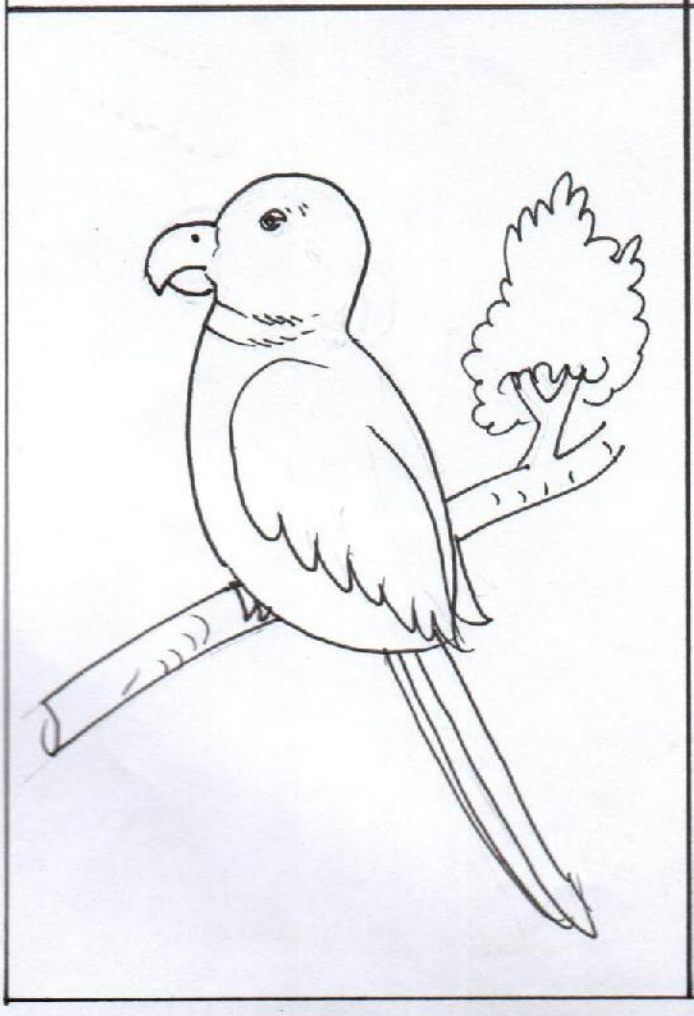

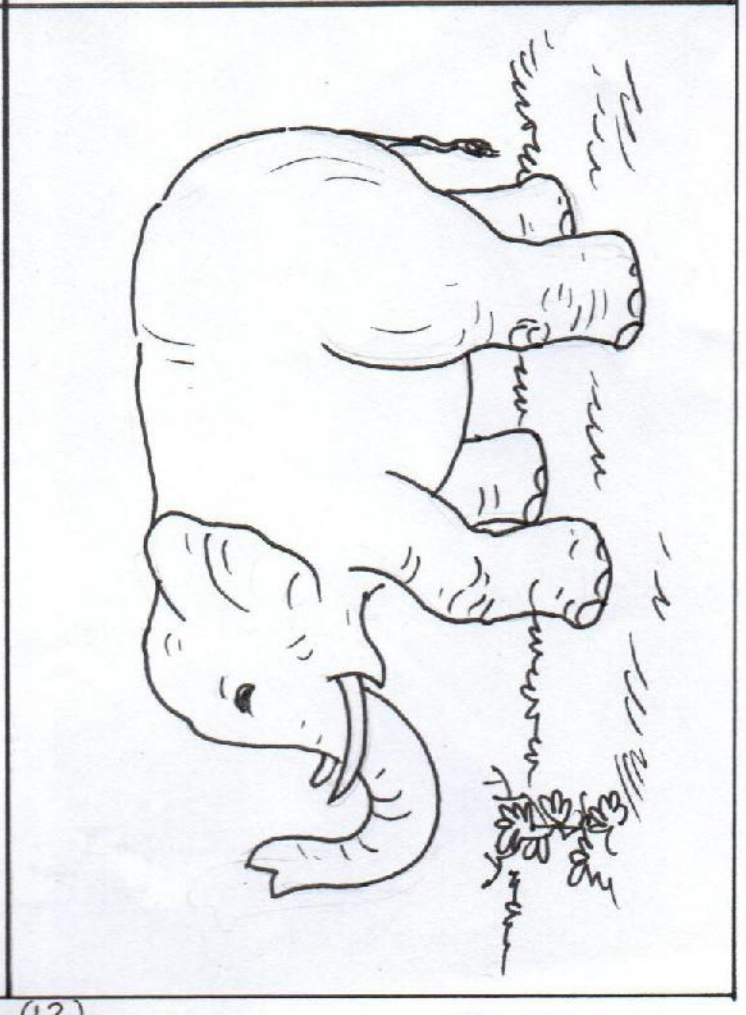

তৃতীয় শ্রেণি, বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান

বি: দ্র:

* সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় (৬, ৭, ৮, ৯) ১ বার পড়বে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ লাইন গুলোর নিচে দাগ দিবে।

* শুধুমাত্র অনুশীলনী সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ গুলো C.W খাতায় লিখবে ।

* রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর গুলো তিন বার পড়বে ও C.W খাতায় একবার করে লিখবে।

অধ্যায়: ৬ (বায়ু)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। আমাদের চারপাশে বায়ু আছে এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: আমাদের চারপাশে বায়ু আছে এমন পাঁচটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১) বাতাসে ফুলানো ব্যাগ ছোড়াছুড়ি করে।
২) ফুলানো ব্যাগে চাপ দিয়ে এবং নেড়ে।
৩) পানির ভেতরে ব্যাগ থেকে বায়ু ছেড়ে দিলে বুদবুদ হয়ে উপরে উঠে আসলে।
৪) হাতপাখা ব্যবহার করে ।
৫) বাতাসে গাছের ডালপালা ও পাতা নড়লে।

২। বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করার পাঁচটি উপায় লেখ?

উত্তর: বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করার পাঁচটি উপায় হলো:

১) পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে চলাচল করে ।
২) ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে ।
৩) গাড়ির কালো ধোঁয়া রোধ করে ।
৪) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করে ।
৫) যেখানে সেখানে কফ, থুথু না ফেলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বায়ু দুষণ কাকে বলে?

উত্তর: বিভিন্ন গ্যাস, ধুলা, ধোঁয়া এবং গন্ধ, বাতাসে মিশে বায়ুকে দূষণ করে তাকে বায়ু দূষণ বলে।

২। বায়ুর চারটি উপাদানের নাম লেখ।

উত্তর: বায়ুর চারটি উপাদানের নাম হলো:

১) অক্সিজেন ২) কার্বন ডাইঅক্সাইড
৩) নাইট্রোজেন ৪) জলীয় বাষ্প

অধ্যায়: ৭ (খাদ্য)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ফল ও সবজি আমাদের কেন খাওয়া প্রয়োজন?

উত্তর: ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। নিয়মিত ফল ও সবজি খেলে-

১) অনেক অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
২) রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৩) শরীর সুস্থ থাকে।
৪) দেহ কর্মক্ষম রাখে।
৫) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।

২। সুষম খাদ্য কেন গ্রহণ করতে হয়?

উত্তর: সুষম খাদ্যে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাবার মিশয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা হয়। সুষম খাদ্যে আমিষ, শর্করা, চবি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ পরিমাণ মত থাকে। দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাদ্য আমাদের সুস্থ রাখে এবং শক্তিশালী করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায় এবং রোগের আক্রমন কমায়।

৩। পুষ্টি কী ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পুষ্টি হলো জীবদেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান। আমাদের খাদ্যে আমিষ, শর্করা এবং চর্বি হচ্ছে প্রধান পুষ্টি উপাদান। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ লবণ। এ উপাদানগুলো ছাড়া জীব দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিকভাবে হয় না। দেহ এ উপাদান গুলো খাদ্য থেকে গ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ভিটামিন আমাদের দেহে কী কাজ করে?

উত্তর: ভিটামিন আমাদের দেহ কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে। আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ফল এবং শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে।

২। খাদ্য সংরক্ষণের দুইটি উপায় লেখ?

উত্তর: খাদ্য সংরক্ষণের দুইটি উপায় হলো-

১) রোদে বা চুলার আগুনে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
২) রেফ্রিজারেটরের অধিক ঠান্ডায় খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।

৩। তিনটি বারোমাসি ফলের নাম লেখ?

উত্তর: তিনটি বারোমাসি ফলের নাম হলো-

১) পেঁপে ২) কলা ৩) নারকেল

অধ্যায়: ৮ (স্বাস্থ্যবিধি)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। অসুখ থেকে বাঁচার পাঁচটি ভালো অভ্যাস লেখ।

উত্তর: অসুখ থেকে বাঁচার পাঁচটি ভালো অভ্যাস হলো -

১) খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা।
২) রোজ সাবান দিয়ে পরিষ্কার পানিতে গোসল করা।
৩) নিয়মিত জামাকাপড় পরিষ্কার করা ।
৪) দেহ সুস্থ রাখার জন্য সবসময় ত্বক, চুল, নখ, চোখ এবং কানের যত্ন করা।
৫) টয়লেট ব্যবহার করার পর ও খাবারের আগে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে ভালো ভাবে হাত ধোয়া।

২। সুস্থ থাকার জন্য কেন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রয়োজন?

উত্তর: সব জায়গায় জীবাণু ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিন আমাদের অনেক কিছু ধরতে হয়। যেমন- দরজার হাতল, টেবিল, চেয়ার টয়লেটের জিনিসপত্র ইত্যাদি। এগুলো থেকে আমরা রোগ জীবাণু গ্রহণ করি অথবা ছড়াই। কিন্তু আমরা কোনো কিছু না ধরে থাকতে পারি না। এসব কিছুর রোগ জীবাণু থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তাই সুস্থ থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। টয়লেট ব্যবহার করার পর তোমার কী করা উচিত লেখ?

উত্তর: টয়লেট ব্যবহার করার পর আমার পরিষ্কার পানিতে সাবান দিয়ে ভালো ভাবে হাত ধোয়া উচিত।

২। কোথায় কোথায় রোগ জীবাণু থাকে?

উত্তর: রোগ জীবাণু থাকার জায়গাগুলো হলো-

১) দরজার হাতল, টেবিল, চেয়ার, টয়লেটের জিনিসপত্রে।
২) আমাদের হাতে।
৩) হাঁচি কাশিতে।
৪) পোকা-মাকড় যেমন- মশা, মাছিতে ।
৫) দূষিত পানিতে ।

৩। আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দুইটি উপায় লেখ।

উত্তর: আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দুইটি উপায় হলো-

১) বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি মুছে এবং মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।
২) রান্নাঘরের আবর্জনা, কলার খোসা এবং কাগজের টুকরা ডাস্টবিন অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।

৪। কীভাবে হাত ধুতে হয় বর্ণনা কর।

উত্তর: হাত ধোয়ার জন্য প্রথমে পরিষ্কার পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে সাবান মাখাতে হবে। ১৫-২০ সেকেন্ড হাত ঘষতে হবে। এরপর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে । হাত ধোয়ার পর কল বন্ধ করতে হবে এবং পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছে ফেলতে হবে।

অধ্যায়: ৯ (শক্তি)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। শক্তি কী কী করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

উত্তর: শক্তি যা যা করতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো-

বিদ্যুৎ শক্তি - ১) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালাতে পারে।
২) গাড়ি চালাতে পারে।

তাপ শক্তি - ১) খাবার রান্না করতে পারে।
২) কাপড় শুকাতে পারে।

আলোক শক্তি - ১) আলো সৃষ্টি করতে পারে।
২) শব্দ সৃষ্টি করতে পারে।

২। আলোক শক্তি আমাদের কি কি কাজে লাগে?

উত্তর: আলোক শক্তি আমাদের যেসব কাজে লাগে তা হলো-

১) আলোর শক্তির সাহায্যে চারদিকের সবকিছু দেখতে পাই।
২) ঘর আলোকিত করতে আমরা আলোক শক্তি ব্যবহার করি।
৩) ফসল উৎপাদন করতে আলোক শক্তি কাজে লাগে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম লেখ।

উত্তর: বিভিন্ন প্রকার শক্তির নাম হচ্ছে- তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, আলোক শক্তি।

২। বিদ্যুৎ শক্তি কি কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বর্ণনা কর?

উত্তর: বিদ্যুৎ শক্তি নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-

১) বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা চালানোর সময়।
২) রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটার চালানোর সময় ।

৩। শীত অনুভব করলে আমরা হাতের তালু ঘষি কেন?

উত্তর: ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয় । একইভাবে দু'হাতের তালু ঘষলেও তাপ উৎপন্ন হয় । এ কারণে শীত অনুভব করলে দু'হাতের তালু ঘষে তাপ উৎপন্ন করি, যাতে শীত অনুভব কম হয় ।

সমাপ্ত

বিষয়: অংকন ও রং করা

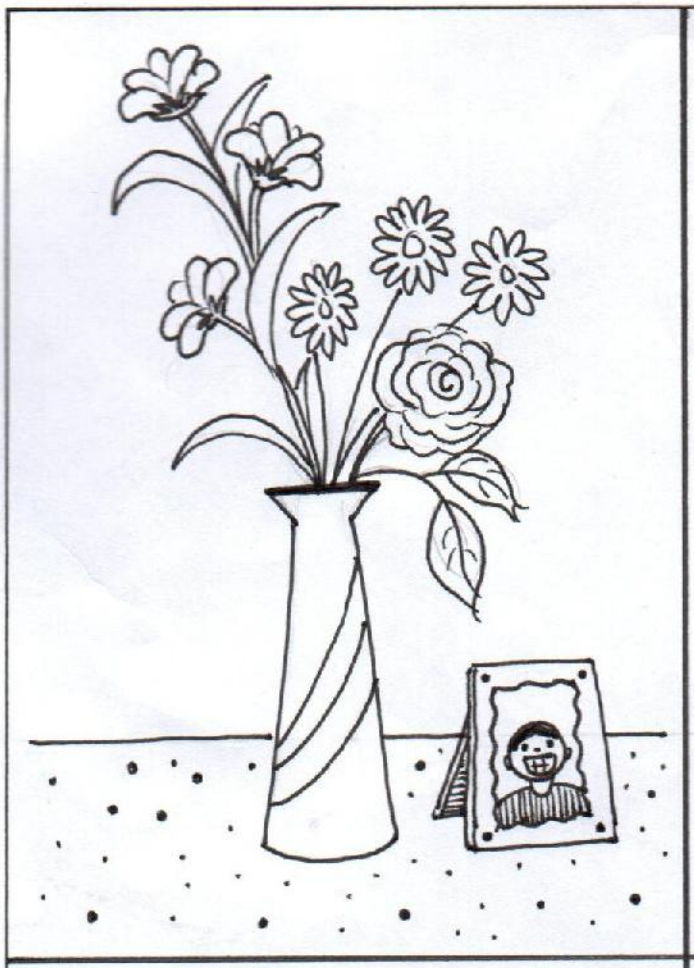

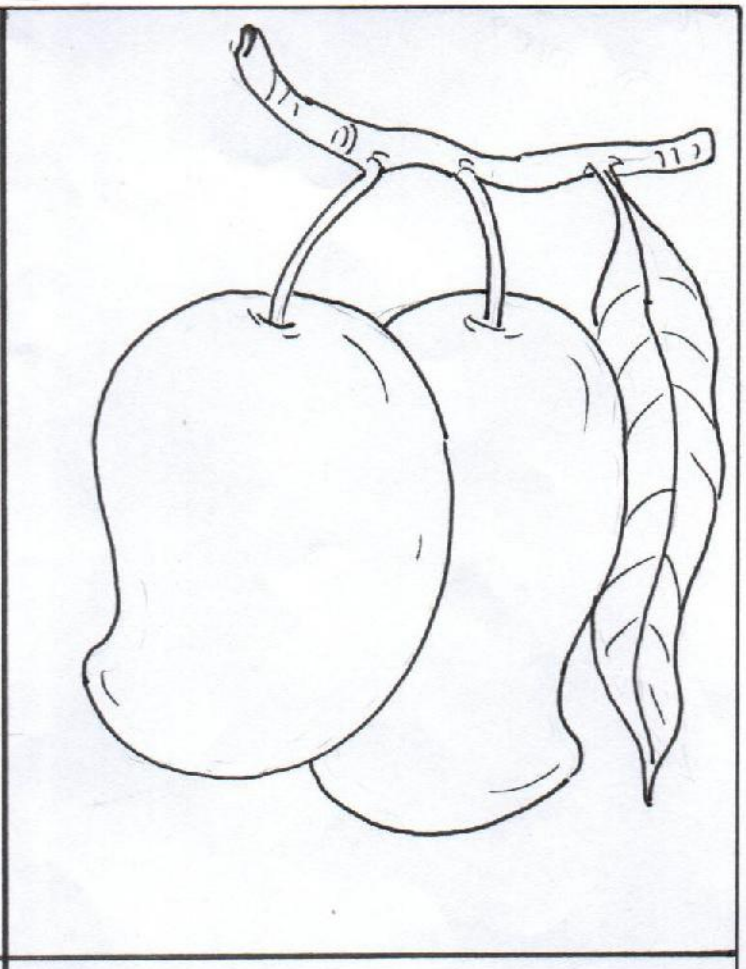

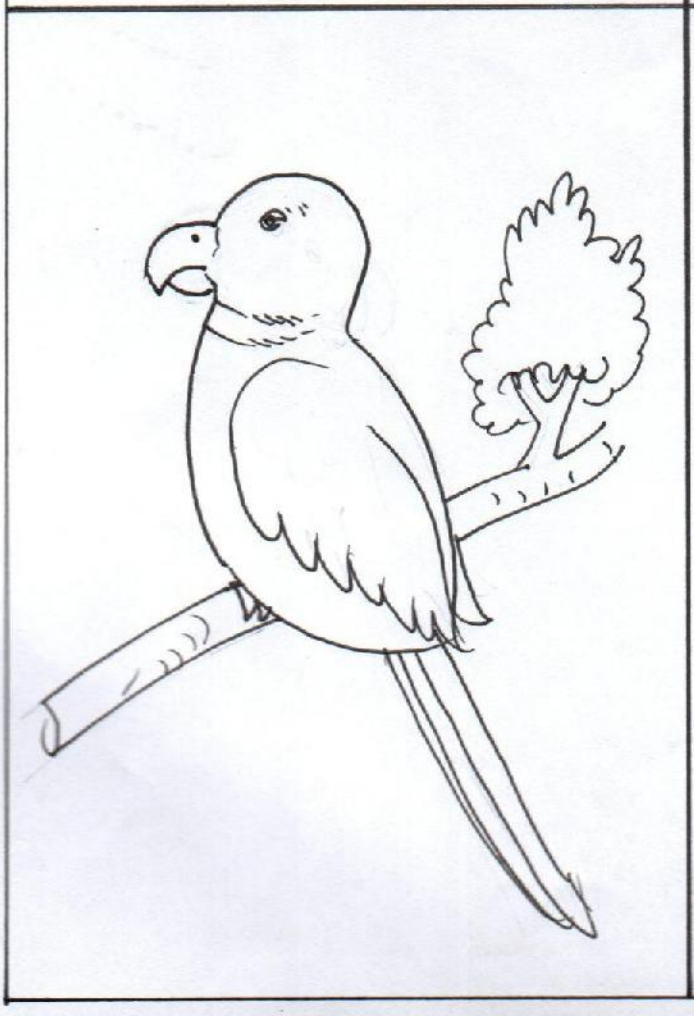

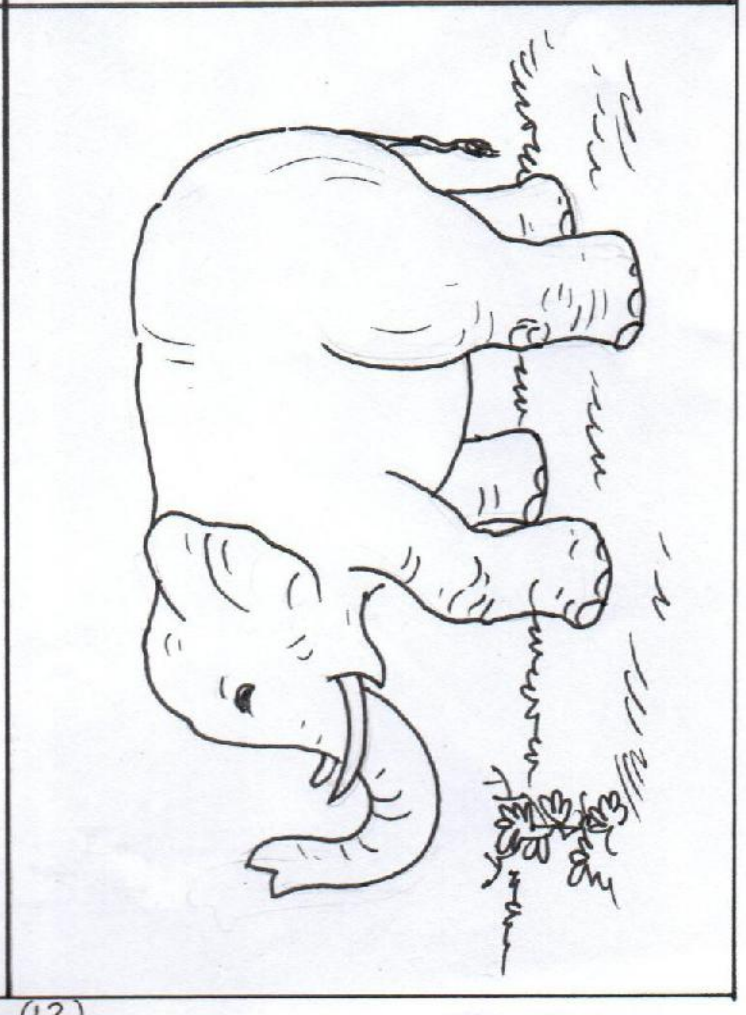

ঢাকা অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী এন্ড স্কুল
শ্রেণি: তৃতীয়, দ্বিতীয় সাময়িক ক্লাস নোট - ২০২১
বিষয়: বাংলা

একাই একটি দুর্গ

প্রশ্নোত্তর:

ক) কারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল?
উত্তর: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল।

খ) মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন?
উত্তর: মুক্তিযোদ্ধারা দরুইন গ্রামে অবস্থান নিয়েছিলেন ।

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন দুটি পথ খোলা ছিল?
উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল। হয় সামনাসামনি যুদ্ধ করা, না হয় পূর্ব দিক দিয়ে পিছু হটে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া ।

ঘ) সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তাফা কামাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন?
উত্তর: সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তাফা কামাল সবাইকে সরে যেতে বললেন ।

ঙ) একাই একটি দুর্গ – কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন?
উত্তর: একাই একটি দুর্গ বলতে মোস্তাফা কামালকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর গুলির তোড়ে শত্রুরা এগুতে পারল না। তিনি একাই যেন মুক্তিবাহিনীর একটি দুর্গে পরিণত হলেন ।

শব্দার্থ

অধিনায়ক – দলপতি।
পরিখা – শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মাটির মধ্যে তৈরী গর্ত ।
নিবিঘ্নে – নিরাপদে ।
অকুতোভয় - ভয় নেই এমন।
বীরশ্রেষ্ঠ – মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য দেওয়া বিশেষ উপাদি।
সমাহিত – কবরে শায়িত।

পাখপাখালির কথা

প্রশ্নোত্তর:

ক) কোন কোন পাখি গান গাইতে পারে?
উত্তর: কোকিল, বুলবুলি, ময়না ও দোয়েল পাখি গান গাইতে পারে।

খ) মানুষের কথা নকল করতে পারে কোন কোন পাখি?
উত্তর: ময়না ও টিয়া মানুষের কথা নকল করতে পারে।

গ) আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী?
উত্তর: আমাদের জাতীয় পাখির দোয়েল ।

ঘ) কোন কোন পাখিকে ছোট পাখি বলা হয়?
উত্তর: বুলবুলি, দোয়েল, টুনটুনি এবং বাবুইকে ছোট পাখি বলা হয়।

ঙ) টুনটুনিকে চঞ্চল পাখি বলা হয় কেন?
উত্তর: টুনটুনি সবচেয়ে ছোট পাখি। কোথাও স্থির হয়ে বসে না। এরা ছোট ছোট গাছে নেচে বেড়ায়।তাই টুনটুনিকে চঞ্চল পাখি বলা হয়।

চ) তাঁতি পাখি কোনটি? এদের তাঁতি পাখি বলা হয় কেন?
উত্তর: বাবুই হচ্ছে তাঁতি পাখি, বাবুই সরু সরু আঁশ দিয়ে বাসা বোনে, সুন্দর বাসা বুনতে পারে বলে বাবুইকে তাঁতি পাখি বলা হয়।

ছ) কোকিল কোন সময় ডাকে?
উত্তর: কোকিল বসন্তকালে ডাকে ।

শব্দার্থ

প্রতিবেশী – পড়শি, কাছাকাছি বসবাস করে যারা।
পালক – পাখির শরীর বা পাখার আবরণ।
ছোপ – দাগ, রং।
ঝুঁটি – খোঁপা।
শখ – পছন্দ।
পোঁচ – মাখানো, লেপ
ঝাঁক – পাখি, মাছ ইত্যাদি দল বা পাল।
তাঁতি – কাপড় বোনে যে।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

প্রশ্নোত্তর:

ক) তপুর মামা বাড়ি কোথায়?
উত্তর: তপুর মামা বাড়ি শীতলপুর।

খ) সবাই কখন খেলা করে?
উত্তর: সবাই বিকেলে খেলা করে।

গ) নতুন শেখা খেলার নাম কী?
উত্তর: নতুন শেখা খেলার নাম কানামাছি ।

ঘ) রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মতো ঘুরতে লাগল?
উত্তর: একঝাঁক মাছির মতো রাতুলের চারপাশে সবাই ঘুরতে লাগল।

শব্দার্থ

গ্রীষ্ম – গরম কাল ।
মিছামিছি – কোন কারন ছাড়া ।
বোনভোজন – চড়ুইভাতি ।
ছড়া – এক ধরনের ছোট কবিতা।
শৈশব – ছোট বেলা

একজন পটুয়ার কথা

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) কামরুল হাসানের জন্ম কোথায়?

উত্তরঃ কামরুল হাসানের জন্ম কলকাতায় ।

খ) কামরুল হাসানের গ্রামের নাম কী?

উত্তরঃ কামরুল হাসানের গ্রামের নাম নারেঙ্গা ।

গ) পড়ার খরচ যোগাতে কামরুল হাসান কোথায় কাজ করেছেন?

উত্তরঃ পড়ার খরচ যোগাতে কামরুল হাসান পুতুলের কারখানায় কাজ করেছেন ।

ঘ) কোন সংগঠনে যুক্ত হয়ে কামরুল হাসান দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছেন?

উত্তরঃ ব্রতচারীদের দল নামক সংগঠনে যুক্ত হয়ে তিনি দেশ সেবার দীক্ষা নিয়েছেন ।

ঙ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা এঁকেছেন কে?

উত্তরঃ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা এঁকেছেন কামরুল হাসান ।

চ) কামরুল হাসান নিজেকে পটুয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন কেন?

উত্তরঃ কামরুল হাসান পটুয়াদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে নিজেকে পটুয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন ।

ছ) ব্রতচারীদের নিয়মনীতির মধ্যে তিনটি উপায় লিখ ।

উত্তরঃ ব্রতচারীদের শর্ত মানার মধ্যে তিনটি উপায় হলো-

ক) ক্ষুধার্ত না হলে খেতে মানা
খ) বিলাসিতা করা যাবে না
গ) কথা দিয়ে কথা না ভাঙ্গা ।

জ) কামরুল হাসানের তিনটি ছবির নাম লিখ?

উত্তরঃ কামরুল হাসানের তিনটি ছবির নাম হলো- নাইওর, উঁকি ও তিন কন্যা ।

শব্দার্থ

ব্যায়ম – স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক কসরত।
হইচই – সারা, গোলমাল।
সেনাশাসক – দেশের শাসক হিসাবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা।
নকশা – ডিজাইন।
মাদরাসা – ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র।
দানব – দৈত্য।
কারখানা – যে স্থানে দ্রব্যসামগ্রী তৈরী হয়।
ব্রতচারি – দেশ সেবায় যারা ব্রত পালন করে।
সততা – সাধুতা।
পটুয়া – চিত্রকর।
সংগঠন – কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল।
মুকুল ফৌজ – শিশু কিশোর সংগঠনের নাম।
কিশোর – ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে।
নাইওর – বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ি গমন।

তালগাছ

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) তালগাছকে দেখে কী মনে হয়?

উত্তরঃ তালগাছকে দেখে মনে হয় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য গাছ গুলোকে ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঁকি মারছে ।

খ) 'মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়, কথাটির অর্থ কী?

উত্তরঃ 'মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়, কথাটির অর্থ আকাশের কালো মেঘ ভেদ করে একেবারে উড়ে যাওয়ার ইচ্ছে জাগে ।

গ) তালগাছ কীভাবে তার ইচ্ছেকে ছড়িয়ে দেয়?

উত্তরঃ হাওয়ায় তালগাছের পাতা থরথর করে কাঁপে। তখন তালগাছের পাতাগুলোকে ডানা বলে মনে হয়। সে ভাবে, এবার সে আকাশে উড়ে যেতে পারবে। এভাবে সে তার ইচ্ছেকে ছড়িয়ে দেয়।

ঘ) তালগাছ পাখা চায় কেন?

উত্তরঃ তালগাছ পাখির মতো পাখা মেলে কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যেতে চায়, তাই সে পাখা চায়।

শব্দার্থ

সাধ –ইচ্ছা, থথুর -থর থর।

আমার পণ

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) সারাদিন আমি কীভাবে চলব?

উত্তরঃ সারাদিন আমি ভালো হয়ে চলব। গুরুজন যেসব আদেশ করেন সেগুলো খুশি মনে পালন করব ।

খ) কারা গুরুজন?

উত্তরঃ বয়সে বড় ব্যক্তিরা গুরুজন। যেমনঃ মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, শিক্ষকেরা আমাদের গুরুজন ।

গ) পড়ার সময় আমরা কী করব?

উত্তরঃ পড়ার সময় আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ব । পাঠে অবহেলা করব না ।

ঘ) কোন ধরনের কথা আমরা কখনো বলব না?

উত্তরঃ আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না ।

ঙ) কাদের আমরা ভালোবাসব?

উত্তরঃ আমরা ভাইবোনসহ সকলকে ভালোবাসব ।

চ) অন্যের দুঃখে আমরা কী করব?

উত্তরঃ অন্যের দুঃখে আমরা সুখী হব না। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াব। তাদেরকে সহানুভূতি জানাব।

শব্দার্থ

গুরুজন – সন্মানীয়।
পাঠ – পড়া।
হেলা – অবহেলা।
আদেশ – হুকুম।
ফাঁকি – কাজে অবহেলা।
কভু – কখনো।
সামলিয়ে – এড়িয়ে।

আমাদের গ্রাম

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে কেমন?

উত্তরঃ গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে ছোট ছোট ।

খ) সেখানে লোকজন কীভাবে থাকে?

উত্তরঃ সেখানে লোকজন মিলে মিশে থাকে।

গ) ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায়?

উত্তরঃ ছেলেমেয়েরা একসাথে পাঠশালায় যায় ।

ঘ) গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয়?

উত্তরঃ গ্রামের গাছপালাগুলো মিলে মিশে আছে। তাদেরকে দেখে একে অন্যের আত্নীয় বলে মনে হয়।

ঙ) সকালে গাঁয়ে কী কী ঘটে?

উত্তরঃ সকালে গাঁয়ের পূর্ব দিকে সোনালি রঙের সূর্য ওঠে। তখন পাখি ডাকে, বাতাস বইতে থাকে আর নানারকম ফুল ফোটে।

শব্দার্থ

সেথা – সেখানে।
পাঠশালা – বিদ্যালয়।
কিরণ – আলো ।
আত্নীয় – আপনজন।
হেন – এরুপ, এরকম ।

***বিঃ দ্রঃ যুক্তবর্ণ, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর, মিলকরণ, বাক্য তৈরি বই থেকে থাকবে ।**

বাংলা ব্যাকরণ

*** শব্দ পরিচিতে (পৃঃ৪০)**

***বাক্য পরিচিতে (পৃঃ ৪৩)**

***বচন (পৃঃ ৫৪)**

*** লিঙ্গ পরিবর্তনঃ** নায়ক থেকে বুদ্ধিমান পর্যন্ত (৩, ৪, ৫ নং পৃঃ৬২, ৬৩)

*** এক কথায় প্রকাশঃ** তালগাছ থেকে একজন পটুয়ার কথা পর্যন্ত **(পৃঃ ৮৭)**

*** বিরাম চিহ্নঃ (১০১- ১০৩ পৃ)**

*** ফরম পূরণঃ ৩, ৪ নং। (পৃঃ১৩৫-১৩৬)**

পত্রঃ

ব্যাক্তিগত পত্রঃ বড় ভাই / বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লিখ। **(পৃঃ১২৯)**

আবেদন পত্রঃ জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পত্র। **(পৃ.১৩০)**

রচনাঃ পহেলা বৈশাখ (পৃ.১৫৪)
এবং
কম্পিউটার (পৃ.১৫৮)

“সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন”।

৩য় শ্রেণি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

অধ্যায়-৬ (সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১. বাড়ির কাজ করতে কেন তুমি তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?

উত্তর: বাড়ির কাজ করতে আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করি। কারণ, সুখী পরিবার গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

২. তুমি বাড়িতে কর এমন একটি কাজের নাম লেখ।

উত্তর: আমি বাড়িতে করি এমন একটি কাজ হলো- নিজের পোশাক নিজেই গুছিয়ে রাখি।

৩. বাড়ির বাইরে সাহায্য কর এমন একটি কাজের উদাহরণ দাও।

উত্তর: বাড়ির বাইরে সাহায্য করি এমন একটি কাজের উদাহরণ হলো- বিদ্যালয়ের ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করে রাখি।

৪. বিদ্যালয়ের কাজে কীভাবে তুমি সাহায্য করতে পার?

উত্তর: বিদ্যালয়ের কাজে আমি বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারি। যেমন- আমি শ্রেণিকক্ষের চেয়ার, টেবিল সাজিয়ে রাখতে পারি। ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করতে পারি। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করতে পারি।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. আমাদের বাড়ি-ঘর কেন পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন?

উত্তর: বিভিন্ন কারণে আমাদের বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। যেমন- প্রথমত, যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা থাকলে পরিবেশ দূষিত হবে। এতে করে আমাদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ দেখা দেবে। তাই বাড়ির উঠান ও ঘরের ভেতরের জায়গাগুলো পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পড়ার টেবিল ও বইয়ের ব্যাগ এলোমেলো রাখলে প্রয়োজনের সময় দরকারি জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এগুলো গুছিয়ে রাখা প্রয়োজন।
তৃতীয়ত, ছোট ভাইবোনদের কাপড়, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস অগোছালো থাকলে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই এগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন।

২. বিদ্যালয় কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে?

উত্তর: বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ আমরা অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়ে কাটাই। অপরিষ্কার পরিবেশে রোগ জীবাণু ছড়ায়, নানা রকম অসুখ হয়। তাছাড়া গোছানো ও পরিষ্কার না থাকলে প্রয়োজনের সময় জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিদ্যালয়ের সুনাম বাড়াতে নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ:

বাম	ডান
ক. মা বাবার বিভিন্ন কাজে	শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব
খ. সুখী পরিবার	গড়ে তুলব
গ. শ্রেণিকক্ষে আমরা	গন্ডগোল করব না
ঘ. শ্রেণিকক্ষের যেখানে সেখানে	ময়লা ফেলব না
ঙ. বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে	সাহায্য করব

উত্তর:

ক. মা বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করব।
খ. সুখী পরিবার গড়ে তুলব।
গ. শ্রেণিকক্ষে আমরা গন্ডগোল করব না।
ঘ. শ্রেণিকক্ষের যেখানে সেখানে ময়লা ফেলব না।
ঙ. বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব।

৪. পরিবারে প্রতিদিনের কাজে কীভাবে আরেকজন সদস্যকে সাহায্য করা যায় তা লেখ।

উত্তর: পরিবারে প্রতিদিনের কাজে বিভিন্নভাবে পরস্পরকে সাহায্য করা যায়। যেমন-

১. ছোট ভাইবোনদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা যায়।
২. ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করা যায়।
৩. খাবার এনে খাবার টেবিলে রাখা যায়।
৪. নিজেদের বই, খাতা, ব্যাগ এবং জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা যায়।
৫. আঙিনায় গাছ লাগানো যায় এবং সবাই মিলে গাছের যত্ন নেয়া যায়।

৫. বিদ্যালয়ে যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে কীভাবে আমরা সবাইকে বিরত রাখতে পারি?

উত্তর: নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ে সেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে আমরা সবাইকে বিরত রাখতে পারি।

অধ্যায় -৭ (পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১. বায়ুদূষণের দুটি কারণ লেখ।

উত্তর: বায়ুদূষণের দুটি কারণ হলো-

১. কলকারখানার ধোঁয়া ও ২. ধুলাবালি।

২. পানি দূষণের দুটি কারণ লেখ।

উত্তর: পানি দূষণের দুটি কারণ হলো-

১. ময়লা-আবর্জনা খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে ফেলা।
২. কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক জলাশয়ের পানিতে ফেলা।

৩. অতিরিক্ত শব্দের ফলে কী হয়?

উত্তর: অতিরিক্ত শব্দের ফলে শব্দ দূষণ হয়। এর ফলে আমাদের মাথা ব্যথা, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি হতে পারে।

৪. কোথায় ময়লা- আবর্জনা ফেলা উচিত?

উত্তর: নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত। অথবা মাটিতে গর্ত করে ময়লা- আবর্জনা রেখে মাটি চাপা দেয়া উচিত।

- **প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?

উত্তর: সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য আমরা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করব। কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো আমাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আমরা যদি এগুলো সংরক্ষণ না করি তবে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। যেমন- কেউ যদি দূষিত পানি পান করে, তাহলে সে অসুস্থ্য হয়ে পড়বে। আবার পানি ছাড়া গাছপালা বেঁচে থাকবে না। আর এসব কারণে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করব।

২. আমাদের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়?

উত্তর: নানা কারণে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়। যেমন-

বায়ুদূষণ: ধুলাবালি ও ধোঁয়ার কারণে বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়ে আমাদের পরিবেশ দূষিত করে।

পানিদূষণ: খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে ময়লা আবর্জনা মিশে পানি দূষিত হয়ে আমাদের পরিবেশ দূষিত করে।

৩. মানুষের কোন কোন অভ্যাসের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে?

উত্তর: যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশকের ব্যবহার, নদীতে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য ফেলা, বিভিন্ন আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

৪. আমরা পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি?

উত্তর: সচেতনার সাথে কাজ করলে আমরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। যেমন- যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে, নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য নির্দিষ্ট স্থানে ডাস্টবিন বা ময়লা রাখার ঝুড়ি রাখতে হবে। কেউ রাস্তাঘাট বা খোলা জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেললে তা তুলে ফেলতে হবে এবং ঝুড়িতে রাখতে হবে।

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ:

বাম	ডান
ক. দূষিত বাতাস আমাদের	ফসল কম হয়
খ. পানিদূষণ	ফুসফুসে প্রবেশ করে
গ. মাটি দূষণের কারণে	আবর্জনা ফেলা উচিত
ঘ. শব্দদূষণের ফলে	আমাদের মাথা ব্যথা করে
ঙ. সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায়	জন্ডিস রোগের কারণ

উত্তর:

ক. দূষিত বাতাস আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে।
খ. পানিদূষণ জন্ডিস রোগের কারণ।
গ. মাটি দূষণের কারণে ফসল কম হয়।
ঘ. শব্দদূষণের ফলে আমাদের মাথা ব্যথা করে।
ঙ. সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলা উচিত।

৬. নিচের ছক অনুযায়ী খাতায় লেখ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ	*সামাজিক পরিবেশের দূষণ*
মাটিদূষণ: অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে মাটিদূষণ হয়।	**শব্দদূষণ:** রাস্তাঘাটে বা যেকোনো জায়গায় জোরে শব্দ হলে শব্দদূষণ হয়।
বায়ুদূষণ: ধুলাবালি ও ধোঁয়ার ফলে বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়ে যায়।	**বর্জ্যদূষণ:** যেখানে সেখানে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয়।
পানিদূষণ: ময়লা আবর্জনা খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে মিশে পানিকে দূষিত করে।	

৭. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক. সুস্থ পরিবেশ খ. কৃষিজমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গ. বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আশে পাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে ঘ. পুকুর, নদী, খাল বা যেকোনো জায়গায় ময়লা	নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে। আবর্জনা ফেলব না। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে। মশা-মাছি হয়।

উত্তর:

ক. সুস্থ পরিবেশ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে।

খ. কৃষিজমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে।

গ. বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আশে পাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে মশা-মাছি হয়।

ঘ. পুকুর, নদী, খাল বা যেকোনো জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলব না।

অধ্যায় ৮ (মহাদেশ ও মহাসাগর)

▪ অল্প কথায় উত্তর দাও:

১. পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে?

উত্তর: পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ আছে।

২. পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে?

উত্তর: পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর আছে।

৩. সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোনটি?

উত্তর: সবচেয়ে ছোট মহাসাগর হলো আর্কটিক মহাসাগর।

৪. দক্ষিণ মেরুতে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

উত্তর: দক্ষিণ মেরুতে এন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত।

▪ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম লেখ।

উত্তর: বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম-

১. **এশিয়া মহাদেশ:** বাঘ, হরিণ, পান্ডা প্রভৃতি।

২. **ইউরোপ মহাদেশ:** বল্গা হরিণ, শ্বেত শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, বন্যশুয়োর প্রভৃতি।

৩. **আফ্রিকা মহাদেশ:** জিরাফ, জেব্রা, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন প্রভৃতি।

৪. **উত্তর আমেরিকা:** শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ভালুক, চিতা বাঘ প্রভৃতি।

৫. **দক্ষিণ আমেরিকা:** দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট বানর, জাগুয়ার, প্রভৃতি।

৬. **অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ:** ক্যাঙ্গারু, প্লাটিপাস প্রভৃতি।

৭. **এন্টার্কটিকা:** পেঙ্গুইন, সিল প্রভৃতি।

২. আমাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও।

উত্তর: আমাদের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। এতে দুটি রঙ আছে। একটি লাল রঙ অপরটি সবুজ রঙ। সবুজ রঙের মধ্যে টকটকে লাল গোলাকার একটি বৃত্ত রয়েছে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যর পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে।

৩. পৃথিবীতে মহাসাগর আছে কয়টি? এদের নাম লেখ।

উত্তর: পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর আছে। এগুলোর নাম হলো-

১. প্রশান্ত মহাসাগর
২. আটলান্টিক মহাসাগর
৩. ভারত মহাসাগর
৪. আর্কটিক মহাসাগর
৫. দক্ষিণ মহাসাগর।

৪ .বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ:

বাম	ডান
ক. পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ	বিভিন্ন দেশ
খ. সবচেয়ে ছোট মহাদেশ	পানি
গ. প্রতিটি মহাদেশে রয়েছে	দক্ষিণ দিকে অবস্থিত
ঘ. মানচিত্র রয়েছে	অস্ট্রেলিয়া
ঙ. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের	চারটি দিক

উত্তর:

ক. পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি।

খ. সবচেয়ে ছোট মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া।

গ. প্রতিটি মহাদেশে রয়েছে বিভিন্ন দেশ।

ঘ. মানচিত্র রয়েছে চারটি দিক।

ঙ. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

৫. পৃথিবীর কোন কোন মহাদেশ প্রাণী সম্পর্কে তুমি জানো?

উত্তর: পৃথিবীর যেসব মহাদেশ ও প্রাণী সম্পর্কে আমি জানি তা হলো-

মহাদেশ	প্রাণী
অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু
আফ্রিকা	জিরাফ
এন্টার্কটিকা	পেঙ্গুইন
এশিয়া	উট

সমাপ্ত

তৃতীয়-শ্রেণি, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়-৫মঃ নৈতিক শিক্ষাঃ গৃহীশীল

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আরোচনা কর।

উত্তরঃ বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রথমেই নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবন গঠন করতে হলে নৈতিক গুণ বেশি প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চশীল। শীল পালনে প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

২. শীলের উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তরঃ শীল মানবজীবন গঠনের ভিত্তি স্বরূপ। প্রব্রজিত হোক কিংবা গৃহী হোক প্রত্যেককে শীল পালন করা কর্তব্য।শীলবান ব্যক্তি ক্ষমাশীল হয়। শীল পালনের মাধ্যমে সুখ লাভ হয়। তারা দুষ্কর্ম করে না। শীল মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে। শীলবান ব্যক্তি যশ খ্যাতির অধিকারী হন, সবাই তার প্রশংসা করেন।

৩. শীল পালনের সুফল বর্ণনা কর।

উত্তরঃ 'শীল' শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। শীলের অনুশীলন ছাড়া চরিত্র গঠন করা যায় না। শীল পালনের ফলে ভোগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। সকলের কাছে প্রসংশা পাওয়া যায়। শীলবান ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন। নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। শীল নির্বান লাভের সোপান। তাই শীল পালন অত্যন্ত প্রয়োজন।

অধ্যায়-৬ষ্ঠ (ত্রিপিটক পরিচিতিঃ বিনয় পিটক)

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. ত্রিপিটকের বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ আজ হতে দুই হাজার পাঁচশত বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের আর্বিভাব হয়। শিষ্যরা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ মনে ধারণ করে রাখতেন ও অন্যদের শোনাতেন। বুদ্ধের মহাপরির্নিবাণের পর ধর্মবাণী সংরক্ষণ বা লিখে রাখার প্রয়োজন মনে হলো। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। এভাবে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংগীতি বলে। বিভিন্ন সংগীতির মাধ্যমে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ হয়।

২. সংগীতি কী? প্রথম সংগীতির বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংগীতি বলে। প্রথম সংগীতিতে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। এতে পাঁচশত অর্হৎ স্থবির রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হন। সভায় বিনয়ধর, উপালি, বিনয়, বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবির ধর্ম আবৃত্তি করেন। এভাবে ধর্ম- বিনয় সংগৃহীত হয়।

৩. বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তরঃ বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

১. পারাজিকা: 'পারাজিকা' শব্দের অর্থ হলো পরাজয়, বর্জিত, অপসারিত। অর্থ্যাৎ ধর্ম থেকে চ্যুত, বিনয় কর্মে অযোগ্য।

২. পাচিত্তিয়া:'পাচিত্তিয়া' শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তিক, দুঃখ প্রকাশ, দোষ স্বীকার ইত্যাদি। পালি সাহিত্যে মোট ৯২ টি পাচিত্তিয়া ধর্মের উল্লেখ আছে।

৩. মহাবগ্গ: মহাবগ্গ বুদ্ধত্ব লাভ হতে বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে।

৪. চুল্লবগ্গ: চুল্লবগ্গ গ্রন্থে কর্ম, পরিবাস, সমুচ্চয়, সমথ, ক্ষুদ্র বস্তু, সেনাসন, সংঘভেদ, ব্রত, ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষ পঞ্চম ও সপ্তম সংগীতি বিষয়ে আলোচনা আছে।

৫. পরিবার পাঠো: ২১টি অধ্যায়ে রচিত এ গ্রন্থে কবিতাকারে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের বিষয় সংবলিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে।

৪. ত্রিপিটকের পাঠের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা আনেক। এটি পাঠের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত বা মন পরিশুদ্ধ হয়। সর্বদা সৎ, ন্যায় ও নিষ্ঠাবান হতে শিক্ষা দেয়। জীবনে উন্নতি, সুখ ও শান্তি-প্রশান্তি লাভ করে।

অধ্যায়-৭ম (কর্মের বিভাজন)

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তরঃ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য:

কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
১. ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে।	১. খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে।
২. গুরুভক্তি, মাতা-পিতার সেবা, পরোপকার প্রভৃতি কুশল কর্ম।	২.হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণী হত্যা অকুশল কর্ম।
২. কুশল কর্ম করলে প্রসংশিত হয় ।	৩.অকুশল কর্ম করলে নিন্দা করে।
৩. কুশল কর্মফলে স্বর্গে যায়।	৪ .অকুশল কর্মের ফলে নরকে যায়।

২. বিভিন্ন রকমের মানুষের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: ধনী-দরিদ্র, পন্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্বল, অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বোবা ইত্যাদি। মানুষ কর্মের অধীন। মূলত কর্মের কারণেই মানুষ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুটোই রয়েছে। তবে অসহায় মানুষের সর্বদা সাহায্য করা উচিত।

৩. শীলাবতীর সুকর্মের কাহিনী লেখ।

উত্তর: ভগবান বুদ্ধ বারানসীতে অবস্থান কালে কৈবত্ত গ্রামে শীলাবতী নামে এক রমণী ছিলেন। একদিন তিনি এক ভিক্ষুকে এক চামচ ভিক্ষা দেলেন। পরে তাঁর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। তিনি ভিক্ষুদের জন্য একটি বিশ্রামশালা নির্মাণ করে দিলেন। অন্ন-পানীয়ের ব্যাবস্থাও করলেন। ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম শ্রবণ করে শীলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি অচিরেই স্রোতাপন্ন হলেন। অতঃপর মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হলেন।

৪. শিকারীর অকুশল কর্মের ফল সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: শিকারীর অকুশল কর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়েছিল। অসংখ্য মৃগ বধ করার ফলে তাকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিল। প্রাণী হত্যার ফলে তাকে এ নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিল। অকুশল কর্ম অর্থ্যাৎ হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণী হত্যা, মিথ্যা কথা, চুরি,পরের ক্ষতি সাধন এগুলো করার ফলে মানুষ নরক যন্ত্রনা ভোগ করে।

৫. কর্ম সম্পর্কে একটি সংক্ষেপে রচনা লেখ।

উত্তর: কোনোকিছু করাকে কর্ম বলে। কর্ম দু প্রকার-কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্ম। ভারো কাজকে কুশর কর্ম এবং খারাপ কর্মকে অকুশল কর্ম বলে। গুরুভক্তি, মাতা-পিতার সেবা, পরোপকার প্রভৃতি কুশল কর্ম। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণী হত্যা অকুশল কর্ম।কুশল কর্মের ফলে স্বর্গে যায়। অকুশল কর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরকে যায়।প্রত্যেকেরই কুশল কর্ম কার উচিৎ।

অধ্যায়-৮ম (বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব)

১. সুমেধ তাপস বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী করল লেখ।

উত্তর: সুমেধ তাপস বুদ্ধ হতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি দিপংকর বুদ্ধকে বন্দনা করলেন। তার নিকট বুদ্ধ হওয়ার জন্য বর প্রার্থনা করলেন। দীপংকর বুদ্ধ তাকে বুদ্ধ হবেন বলে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন হতে সুমেধ তাপস বুদ্ধত্ব লাভে সংকল্পবদ্ধ হন।

২. বুদ্ধ হতে গেলে কী প্রয়োজন হয় বর্ণনা কর।

উত্তর: পৃথিবীর সব জ্ঞানীই বুদ্ধ নন। যিনি লোকাত্তর জ্ঞানের অধিকারী হন তিনি বুদ্ধ। পৃথিবীতে বুদ্ধ হতে হলে অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। গৌতমবুদ্ধসহ এ পর্যন্ত জগতে মাত্র ২৮ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে।

৩. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর: বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য:

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. বুদ্ধ হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়।	১. বোধিসত্ত্ব হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয় না।
২. তৃষ্ণা ক্ষয় করে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন।	২. তৃষ্ণা ক্ষয় করা পর্যন্ত বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করে না।
৩. বুদ্ধের চিত্ত চঞ্চল নয়।	৩. বোধিসত্ত্বের চিত্ত চঞ্চল।
৪. বুদ্ধ সব বিষয়ে জানে।	৪. বোধিসত্ত্বগণ সব বিষয়ে জানে না।
৫. বুদ্ধগণ বিমুক্ত মহাপুরুষ।	৫. বোধিসত্ত্ব বিমুক্ত মহাপুরুষ নয়।

৪. বানরটি কীভাবে কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পেল?

উত্তর: যখন বানটি জানতে পারল কুমিরটি তার কলিজা খাওয়ার জন্য পাথরের উপর শুয়ে আছে তখন বানর বলল, ভাই কুমির তুমি মুখ হা কর। আমি তোমার মুখে পড়ব। তখন তুমি আমায় খাবে। কুমির হা করলে চোখ বন্ধ হয়ে গেল এ সুযোগে বানরটি দ্রুতবেগে এক লাফে কুমিরের মাথার উপর পড়ে আরেক লাফে নদীর তীরে পৌছাল। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে বানরটি কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পেল।

৫. শকুনটি কভিবে বৃদ্ধ অন্ধ মাতাপিতার সেবা করত?

উত্তর: শকুনটি প্রতিদিন মরা মাংস সংগ্রহ অন্ধ মাতাপিতাকে খাওয়াত। জগতে মাতা-পিতার সেবা করা উত্তম মঙ্গল। যখন শকুনরূপে বোধিসত্ত্ব ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ল, তখন তিনি অন্ধ পিতা মাতার জন্য কেঁদেছিল। মাতা-পিতার প্রতি শকুনের এরূপ ভক্তি দেখে ব্যাধ শকুনটিকে ছেড়ে দিল।

"সমাপ্ত"

তৃতীয় শ্রেণি: খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়: ৭ (পাপ)

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১। পাপের পাঁচটি ফল লেখ। (তোমার পছন্দ মত)
উত্তর: পাপের পাঁচটি ফল হলো-

১) ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।
২) আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়।
৩) সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
৪) আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারি না।
৫) আমরা নরকে যাওয়ার যোগ্য হই।
৬) চিরকাল সুখে থাকার যোগ্যতা হারাই।

২। পাপ পরিহারের পাঁচটি উপায় লেখ । (তোমার পছন্দ মত)
উত্তর: পাপ পরিহারের পাঁচটি উপায় হলো-

১) পাপ সম্পর্কে সচেতন হইয়া।
২) পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
৩) পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪) পাপ স্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা।
৫) প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা।
৬) ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝা ও মেনে চলা।
৭) পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করা।
৮) নিয়মিত প্রার্থনা করা।
৯) নিজের দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র রাখার চেষ্টা করা।

৩। হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর:

নৈতিকতা	অনৈতিকতা
১) বাধ্যতা	১) অবাধ্যতা
২) সম্পদ রক্ষা করা	২) সম্পদ অপচয় করা
৩) সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা	৩) খারাপ জীবনযাপন করা
৪) ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা	৪) খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। পাপ কী?
উত্তর: জেনে শুনে স্বইচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করাই পাপ ।

২। পাপ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: পাপ দুই প্রকার । যেমন- মৌলিক পাপ, স্বকৃত পাপ

৩ । মৌলিক পাপ কি?
উত্তর: ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে শয়তানের কথা শুনে যে পাপ করা হয় তাই মৌলিক পাপ ।

অধ্যায়: ৮ (মুক্তিদাতার জন্ম)

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১। মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
উত্তর: মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১) মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করা।
২) ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা মানুষের কাছে প্রকাশ করা।
৩) মানুষকে ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া।
৪) মানুষে মানুষে পুনর্মিলন ঘটানো।
৫) ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মিলন ঘটানো।

২। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর?
উত্তর: যীশু আমার পাপের জন্য জীবন দিয়েছেন তাই আমি যীশুকে ভালোবাসি। আমি তাঁকে যেভাবে ভক্তি করি-

১) যীশুর কথা মেনে চলে।
২) তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করে।
৩) পবিত্র হয়ে।
৪) গরিব ও অভাবীদের দান করে।
৫) অসহায় মানুষের যত্ন নিয়ে।

৩। মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনাটি লেখ।
উত্তর: নাজারেথ নগরে একজন কুমারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মারীয়া। একদিন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে একটি সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন যে, 'তুমি মুক্তিদাতার মা হবে'। এরকম সংবাদে মারীয়া ভয় পেলেন। তিনি বললেন, আমি অবিবাহিতা। এটি কী করে সম্ভব' । তখন স্বর্গদূত বললেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব'। তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিলেন। যীশুর জন্মের কাছাকাছি সময় রোম সম্রাট সিজার লোক গণনার আদেশ জারি করেন। যোসেফ ও মারীয়া নাম লেখানোর জন্য বেথলেহেম নগরে যাওয়ার সময় অনেক রাত হওয়ায় এক গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। মুক্তিদাতার নাম কি?
উত্তর: মুক্তিদাতার নাম যীশু খ্রীষ্ট ।

২ । যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?
উত্তর: মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন ।

৩। কোন রাজা লোক গণনার আদেশ জারি করেছিলেন?
উত্তর: রোম সম্রাট লোক গণনার আদেশ দিয়েছিলেন ।

অধ্যায়: ৯ (পবিত্র আত্মার দান ও ফল)

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১। পবিত্র আত্মার ৭টি দানের অর্থ ব্যাখ্যা কর?
উত্তর: নিচে পবিত্র আত্মার ৭টি দানের অর্থ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো-

১) **প্রজ্ঞা:** সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারা।
২) **বুদ্ধি:** কোনো বিষয়ের গভীর অর্থ বুঝতে পারা।
৩) **বিবেক:** ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা।
৪) **মনোবল:** দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে খ্রিষ্টীয় জীবনের কষ্ট ও সমস্যা মোকাবেলা করা।
৫) **জ্ঞান:** নতুন ও অজানা বিষয়ে বেশি করে জানার গভীর ইচ্ছা।
৬) **ধর্মানুরাগ:** ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসা।
৭) **ঈশ্বরভীতি:** ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।

২। পবিত্র আত্মার দানের ১২ টি ফলের নাম লেখ।
উত্তর: পবিত্র আত্মার দানের ১২ টি ফলের নাম হলো-

১. ভালোবাসা	২. আনন্দ
৩. শান্তি	৪. সহিষ্ণুতা
৫. সহৃদয়তা	৬. মঙ্গলানুভবতা
৭. বিশ্বস্ততা	৮. কোমলতা
৯. আত্মসংযম	১০. ধৈর্য
১১. মৃদুতা	১২. বিশুদ্ধতা

৩। পবিত্র আত্মার দান লাভ করার পাঁচটি উপায় লেখ।
(তোমার পছন্দ মত)
উত্তর: পবিত্র আত্মার দান লাভ করার ৫ টি উপায় হলো-

১. পবিত্র আত্মার কাছে সব সময় প্রার্থনা করা।
২. পবিত্র আত্মার প্রেরণা বোঝা ও সেভাবে জীবনযাপন করা।
৩. পবিত্র আত্মার পরিচালনা মেনে চলা।
৪. মন খোলা রাখা।
৫. বিশ্বাস রাখা।
৬. সদ্‌গুণের অনুশীলন করা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও?
উত্তর: পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন । তিনি দান দিয়ে আমাদের শক্তিশালী করেন।

২। কোন পর্বের সময় পবিত্র আত্মা প্রথম নেমে এসেছিলেন?
উত্তর: পঞ্চাশত্তমী পর্বের সময় পবিত্র আত্মা প্রথম নেমে এসেছিলেন ।

৩। পবিত্র আত্মার দান কয়টি?
উত্তর: পবিত্র আত্মার দান ৭ টি ।

৪। পবিত্র আত্মার দানের ফল কয়টি?
উত্তর: পবিত্র আত্মার দানের ফল ১২ টি ।

অধ্যায়: ১০ (খ্রিষ্টমণ্ডলী)

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১। খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা কী?

উত্তর: যীশুখ্রিষ্ট হলেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক। মাথার মতো যীশু খ্রিষ্টমণ্ডলীকে পরিচালনা করেন। খ্রিষ্ট ছাড়া মণ্ডলী বাঁচে না। যীশু তাঁর দেহকে লালন ও রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন। খ্রিষ্ট তাঁর সকল ভক্তের মধ্যে একতা আনেন। তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র রাখতে চান। এভাবে যীশু খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা পালন করেন।

২। খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

উত্তর: খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ:

১. খ্রিষ্টের সাথে এক থাকা।
২. পবিত্র জীবনযাপন করা।
৩. মঙ্গল বাণী প্রচার করা।
৪. উপাসনা করা।
৫. মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করা।
৬. প্রতিবেশীদের সেবা ও দয়ার কাজ করা।

৩। মানবদেহের মাথা ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাথার সাথে তুলনা কর। (৪টি মুখস্ত করবে)

উত্তর: মানব দেহের মাথা ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাথার সাথে তুলনা নিম্নরূপ:

১. আমাদের দেহ চলে মাথার পরিচালনায়।	১. মণ্ডলী চলে যীশুখ্রিষ্টের পরিচালনায়।
২. মাথা ছাড়া মানুষের দেহ বাঁচে না।	২. খ্রিষ্ট ছাড়া মণ্ডলী বাঁচে না।
৩. বিপদ দেখলে আমাদের মাথা সংকেত দেয় এবং সব অঙ্গকে নিরাপদে রাখে।	৩. খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে পালন ও রক্ষা করে ও নিরাপদে রাখেন।
৪. আমাদের মাথা সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একতা বজায় রাখে।	৪. খ্রিষ্ট তাঁর সকল ভক্তের মধ্যে একতা আনেন।
৫.আমাদের দেহের সব অঙ্গের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।	৫. খ্রিষ্টের কাছে সব ভক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।
৬. আমরা নিজ নিজ দেহ পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখতে পছন্দ করি।	৬. খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র রাখতে চান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। খ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে কি বুঝ?
উত্তর: খ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে বুঝায় সমস্ত জগতের খ্রিষ্ট ভক্তদের নিয়ে গঠিত একটি খ্রিষ্টসমাজ ।

২ । কে মন্ডলী স্থাপন করেছেন?
উত্তর: যীশু খ্রিষ্ট মন্ডলী স্থাপন করেছেন।

৩। খ্রিষ্টমণ্ডলী কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উত্তর: খ্রিষ্টমণ্ডলী মানব দেহের বা দ্রাক্ষলতার সাথে তুলনা করা হয়েছে ।

৪। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিচালক কে?
উত্তর: খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিচালক যীশু খ্রিষ্ট ।

অধ্যায়: ১১ (সাক্রামেন্ত)

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১। সাক্রামেন্ত কাকে বলে? সাক্রামেন্ত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন বা উপায়কে সাক্রামেন্ত বলে। এগুলোর ভিতর দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা ঢেলে দেন। সাক্রামেন্ত ৭টি । যেমন:-

১) বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান, ২) পাপস্বীকার,
৩) খ্রিষ্টপ্রসাদ, ৪) হস্তার্পণ,
৫) রোগীলেপন, ৬) যাজকবরণ,
৭) বিবাহ।

২। সাক্রামেন্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সাক্রামেন্ত হচ্ছে সংস্কার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটি হলো কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন। সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা ঢেলে দেন। ঈশ্বরের কৃপাও তেমনি আমাদের জীবনকে সিক্ত ও উর্বর করে। তাই ঈশ্বরের কৃপা অর্জনের জন্য সাক্রামেন্তের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৩। দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পন্ন হয় তা লেখ।
উত্তর: কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান এবং প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান পৃথক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠানে মা-বাবা ও ধর্ম পিতামাতা উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত শিশুর কপালে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেন। তার বুকে পবিত্র তেল মেখে দেন। মা-বাবা ও ধর্ম পিতামাতা শিশুর হয়ে শয়তানকে ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস স্বীকার করেন। প্রটেস্টান্টদের অনুষ্ঠানে শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয় না। কিন্তু তাদের গির্জায় এনে উৎসর্গ করা হয়। শিশুরা বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তখন তাদের নদীতে বা পুকুরে অবগাহনের মাধ্যমে দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১। ঈশ্বরের কৃপা আমরা কিভাবে দেখতে পাই?
উত্তর: বিশ্বাসের চোখ দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কৃপা দেখতে পাই ।

২। দীক্ষা স্নানের মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান কার চিহ্ন গ্রহণ করে?
উত্তর: দীক্ষা স্নানের মাধ্যমে একজন খ্রিস্টান আত্মার চিহ্ন গ্রহণ করে ।

৩। ঈশ্বরের পরিবার বলতে কি বুঝায়?
উত্তর: ঈশ্বরের পরিবার বলতে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে বুঝায়। এ পরিবারে পিতা হলেন ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট পরিবারের প্রথম সন্তান ।

বি:দ্র:

*** প্রশ্ন-উত্তর এই নোটস থেকে অথবা বই থেকে পড়ে বুঝে নিজের ভাষায় লিখতে পারবে।**
*** শুন্যস্থান ও মিলকরণ অনুশীলন থেকে থাকবে।**
*** নৈব্যাক্তিক এর জন্য অনুশীলন ও বই পড়তে হবে।**

"ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন!"